FEB. 9 2001

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ...
পৃঃ ৬ কলাম ৭

মাতৃভাষা কেন্দ্র ॥ আর বিলম্ব ন

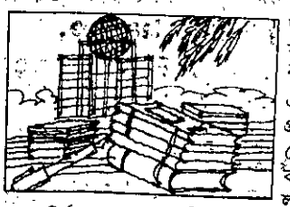

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ও গবেষণা কে
করার কার্যক্রম আমলাতান্ত্রিক জটিলতার
পড়েছে। ফলে সামগ্রিক কাজ আশ
এগোচ্ছে না। গত পরশু এ বিষয়ে জ
প্রকাশিত এক রিপোর্ট থেকে এ কথা
গেছে। রিপোর্টটিতে বলা হয়েছে, এই কে
করার কার্যক্রম জড়িয়ে গেছে শিক্ষা মন্ত্রণ
লাল ফিতায়। গত এক বছরে শুধু স্থায়ী গ
কেন্দ্র নির্মাণের লক্ষ্যে একটি প্রকল্প অনুমোদন দেয়া হয়। এ ছাড়া অন্য কাজ এগে
আর এ জন্য এই কেন্দ্রটি কবে চালু হবে সে বিষয়টি অনিশ্চিত হয়ে পে
ইউনেস্কো আমাদের একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবে স্বী
দেয়ার পর প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ঢাকায় এই আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ও গবেষণা
প্রতিষ্ঠার ঘোষণা দিয়েছিলেন। সে সময় তিনি বলেছিলেন, বিশ্বের পাঁচ-ছয় হ
মাতৃভাষার কোনটাই যাতে হারিয়ে না যায়, এই কেন্দ্র সে ব্যবস্থা করবে। বিশ্বের
মাতৃভাষার নমুনা সংগ্রহ করে এই কেন্দ্রে গবেষণা ও চর্চা করা হবে। বিভিন্ন
শিক্ষার ব্যবস্থাও এখানে থাকবে। এই কেন্দ্র একদিন বিশ্বের সকল মাতৃভাষা সংর
সহায়ক হবে।

উদ্যোগটি যে খুবই ভাল তাতে সন্দেহ নেই। একুশের চেতনায় সঞ্জীবিত এ দে
মানুষ এ ধরনের কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগকে আন্তরিকভাবে স্বাগত জানিয়েছে
ধরনের একটি কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ দেখে সকলে খুশি হয়েছে এই ভেবে যে, প্রথ
সারা পৃথিবীর মানুষের মাতৃভাষা নিয়ে গবেষণার একটি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান স্থা
হতে যাচ্ছে আমাদের দেশে। দ্বিতীয়ত এ দেশের মানুষ নিজেদের ভাষার জন্য যে
জীবন দিয়েছে, তেমনি বিশ্বের সকল জাতির মাতৃভাষা সংরক্ষণ ও চর্চার ক্ষেত্রে
দেশের এই কেন্দ্রটি উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারবে। এ দেশের মানুষ যে
নিজের ভাষাকে ভালবাসে, তেমনি অন্য সবার মাতৃভাষার প্রতি এ দেশের মানু
আছে শ্রদ্ধাবোধ। সেই শ্রদ্ধাবোধ ও কল্যাণচিন্তা থেকেই এই কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার উদ্যো
প্রতিবছর পৃথিবী থেকে হারিয়ে যাচ্ছে অনেক ভাষা। ভাষার এই বিলুপ্তির সঙ্গে সর্ব
সেই ভাষার মানুষের তথা জাতির ইতিহাস ঐতিহ্য মূল্যবোধ সংস্কৃতি সবই হারি
যাচ্ছে। এই কারণে আশঙ্কা করা হচ্ছে, একদিন হয়তো ভাষার দিক থেকে এই বি
বৈচিত্র্যহীন হয়ে পড়বে। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস এই অবস্থাতেই ঘোষণা ক
হয়েছে। এ ব্যাপারে প্রত্যাশা হচ্ছে, আন্তর্জাতিকভাবে এ দিবস পালনের মাধ্যমে
বিশ্বের মানুষের ভাষা সংরক্ষণ কাজের শুভ সূচনা হবে। একই সঙ্গে আশা করা হচ্ছে
বিশ্বের মানুষের ভাষা সংরক্ষণ ও সেসবের উন্নয়নে ঢাকার এই মাতৃভাষা চর্চা
গবেষণা কেন্দ্রটি বিরাট অবদান রাখতে পারবে। জানা গেছে, বিশ্বের ৬৭০০ ভাষার
বিলুপ্ত ভাষাগুলোর সংরক্ষণ, চর্চা এবং গবেষণার কাজ চালানো হবে প্রস্তাবিত এ
কেন্দ্রে। এখানে রাখা হবে বিভিন্ন ভাষার নমুনা বা সংশ্লিষ্ট প্রমাণাদি। রাখা হবে
অত্যাধুনিক একটি সেল। জানা গেছে, এই কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে একনেকের বৈঠকে
গত আগস্টে ১৯ কোটি ১০ লাখ টাকা বরাদ্দ দিয়ে প্রকল্পটির অনুমোদন দেয়া হয়েছে
এই প্রকল্পের আওতায় এই কেন্দ্রের জন্য নির্মাণ করা হবে স্থায়ী ভবন। এখন জমি
অধিগ্রহণের বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে। আগামী ২০০২ সালের জুনে প্রকল্পটির মেয়াদ
শেষ হবে। জনকণ্ঠের উল্লিখিত রিপোর্টে বলা হয়েছে, শিক্ষা মন্ত্রণালয় গবেষণা কেন্দ্রের
স্থায়ী ভবন নির্মাণের পূর্ব পর্যন্ত সময়ে পূর্ত মন্ত্রণালয়ের কাছে এ লক্ষ্যে সরকারী বাড়ি
বরাদ্দ দেয়ার আবেদন জানাবে— এ রকমই কথা ছিল। গত বছরের এপ্রিল পর্যন্ত
সময়ের মধ্যে সরকারী বাড়ি বরাদ্দ দেয়া না হলে জুনের মধ্যে বেসরকারী বাড়ি ভাড়া
নিয়ে সেখানেই গবেষণা কেন্দ্র চালু করা হবে। এ ছাড়াও এ বছর বিশ্বব্যাপী ২১
ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস পালনের আগেই এই কেন্দ্র চালু হওয়ার ঘোষণা
দেয়ারও কথা ছিল কিন্তু ঐ সুসংবাদটি এবার একুশের আগে দেয়া সম্ভব হচ্ছে না।
কারণ একুশের আর খুব বেশি দেরি নেই। জনকণ্ঠের ঐ রিপোর্ট থেকেই জানা গেছে,
একনেক কর্তৃক প্রকল্পটি অনুমোদনের পর শিল্পকলা একাডেমীর কাছাকাছি এলাকায় এক
একর জমি দেখার কাজ শেষে তা বরাদ্দের জন্য পূর্ত মন্ত্রণালয়ের কাছে আবেদন
জানানো হয়েছে। বিষয়টি নিয়ে সেখানে আলোচনা চলছে। প্রকল্পটির কাজ এর বেশি
এগোয়নি। এই মাতৃভাষা কেন্দ্রটি অস্থায়ী ভবনে হলেও গত বছরই চালু হবে এমন
প্রত্যাশা ছিল। প্রতিষ্ঠানটির জন্য স্থায়ী ভবন তৈরির প্রক্রিয়াটি দীর্ঘ, সে জন্যই প্রাথমিক
বিকল্প পদ্ধতিতে কাজ শুরু করা হবে বলে জানা গিয়েছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত তা হয়নি।
সেজন্য এবারের একুশের আগে এই কেন্দ্র চালু করা সম্ভব হচ্ছে না— এটি পরিষ্কার।
তবু আমরা মনে করি, এ প্রকল্পটির কাজ যেভাবেই হোক ত্বরান্বিত করতে হবে।
লালফিতার দৌরাত্ম্য যেন এর প্রতিষ্ঠার গতিকে আর বাধাগ্রস্ত করতে না পারে, সেটি
দেখতে হবে। একুশসংশ্লিষ্ট কোন কাজ বাধাগ্রস্ত হবে না, বিলম্বিত হবে না, অগ্রগণ্য
কাজের তালিকায় তার স্থান হবে— এটাই আমাদের সকলের অতি স্বাভাবিক প্রত্যাশা।